গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর নির্দেশক নীতিমালা ও নূন্যতম মানদন্ডসমূহ

সেবা ও গৃহস্থালির কাজ তা সে গৃহ বা গৃহের বাইরের হোক না কেন, সারা বিশ্বে মজুরী বা মজুরী বিহীন গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। রাষ্ট্র ও প্রেক্ষাপট ভেদে এই দায়িত্বে তারতম্য থাকলেও সমাজ ও পরিবারে গৃহস্থালির সেবামূলক এই সকল কাজের প্রায় সকল দায়িত্ব নারীদের বহন করতে হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বিশ্বে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশী সময় প্রদান করে থাকে। নারীরা যেখানে গড়ে ৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় প্রদান করে থাকে সেখানে গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজে পুরুষেরা গড়ে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় প্রদান করে থাকে। যদিও বিশ্বে বৈষম্যের এই হারের পরিবর্তন ঘটছে, তবে তার গতি অত্যন্ত ধীর। বিগত পনের বছরে এই পরিবর্তনের হার গড়ে এক মিনিটের কম[১]। ২০১৯ সালে করা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক হিসেব অনুযায়ী পরিবর্তনের এই ধারা বজায় থাকলে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে নারী পুরুষের এই বৈষম্য ঘুচতে ২০৯ বছর লেগে যাবে[২]। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গৃহস্থালির সেবামূলক কাজকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, "পারিশ্রমিক বিহীন কাজ যা মূলত, পরিবার, গৃহস্থালি অথবা সমাজের/সম্প্রদায়ের মঙ্গল, সেবা ও স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখার উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে।"[৩] সাধারণ হিসেবে এগুলো কাজ হলেও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এগুলোকে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কেবল সেই সকল কর্মকাণ্ডকে কাজ হিসেবে দেখা হয় যার সাথে অর্থের যোগ রয়েছে)। কোন কোন ক্ষেত্রে রান্নার জন্য দূর থেকে পানি কিংবা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করাকে তত্ত্বগত ভাবে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ সকল ডাটা ভালভাবে সংরক্ষণ করা হয় না বা এগুলোকে হিসেবের মধ্যে আনা হয় না।[৪] [৫]

যদিও গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর জন্য কেউ কোন মজুরী পায় না, কিন্তু এতে অনেক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয়। ঘরে এ সব কাজ করার ফলে নারীরা বাইরের সেই সকল শোভন কাজ করতে পারে না যে সকল কাজে অনেক অর্থ পাওয়া যায়[৬]। পারিবারিক কাজের চাপে নারী পড়ালেখা ও রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে পারে না। সারাজীবন সংসারের ঘানি টানার ফলে তাদের জীবনে কোন অবসর থাকে না। শ্রমের এই বৈষম্য সারা বিশ্বে নারীদের প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে দারিদ্র সীমায় বাস করা ও সকল প্রকার সুবিধা বঞ্চিত নারীদের ক্ষেত্রে এটি প্রবল চাপ তৈরি করে। নাগরিক পরিষেবার সামান্য সুফলভোগী বা এ সকল সুবিধা বঞ্চিত কিংবা বিকল্প সেবাপণ্য কিনতে যারা অসমর্থ সে সকল নারীর জন্য গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এক নিদারুণ বোঝা। এদিকে নারীদের ক্ষেত্রে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশেষ চ্যালেঞ্জ ক্রমশ বাড়ছে। আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ এর ফলে রান্না করা, নিরাপদ পানি ও খাবার জোগানো নারীর জন্য এখন ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে যেমন জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে প্রভাব তৈরী হচ্ছে, তেমনি এটি গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে কেবলই চাপ বাড়াচ্ছে। এই ঘটনা "চাকুরিজীবী নারীদের" কাজের ক্ষেত্রেও প্রভাব তৈরি করছে। বিশ্বে অনেক নারী স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা খাতে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। কর্মক্ষেত্রে এই সকল নারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের মোকাবেলা করে থাকে ফলে তাদের মানবিক অবস্থা এবং জীবিকার অবমূল্যায়ন ঘটে। বিশ্বে স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা খাতে ৭০ শতাংশ নারী শ্রম দিয়ে থাকে[৭]। প্রায় দশকোটি নারী এখানে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের[৮] মত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গৃহস্থালির

---

[1] ILO. ***A quantum leap for gender equality***, 2019. Page 19 figure and page 31.

[2] ILO. ***A quantum leap for gender equality***, 2019.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf

[3] ILO. ***Care Work and Care Jobs***, 2019. **https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--en/index.htm**

[4] ইউসিডিডাব্লিউ অর্থনীতি ও সমাজে বিশাল অবদান রাখা সত্ত্বেও, গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ জাতীয় হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে। বিশেষত এটি মাইক্রো অর্থনীতি ও কর নীতি, শ্রম বাজার এবং শিল্প নীতি এবং বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে গেছে। এর বদলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের কৌশলের আড়ালে পেশার বিষয়টি নিশ্চিত করে নারীর খণ্ডিত অর্থনৈতিক অধিকার এর প্রতি মনোযোগ প্রদান করে।

[5] ইউসিডিডাব্লিউ অর্থনীতি ও সমাজে বিশাল অবদান রাখা সত্ত্বেও, গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ জাতীয় হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে। বিশেষত এটি মাইক্রো অর্থনীতি ও কর নীতি, শ্রম বাজার এবং শিল্প নীতি এবং বাজেট বরাদ্দ এর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত রয়ে যায়। এর বদলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত নারর ক্ষমতায়নের কৌশলের আড়ালে পেশার বিষয়টি নিশ্চিত করে নারীর খণ্ডিত অর্থনৈতিক অধিকার এর প্রতি মনোযোগ প্রদান করে।.

[6]আইএলও এর মতে, শোভন কাজের মধ্যে এমন সব কাজের সুযোগ রয়েছে যা উৎপাদনশীল এবং সুষ্ঠ উপার্জন, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং পরিবার এর জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিকাশ এবং সামাজিক ভাবে এক হওয়ার আরও ভাল সম্ভাবনা তৈরী করে। শোভন কাজে নিযুক্ত নারীর রয়েছে উদ্বেগ প্রকাশের স্বাধীনতা। এ সকল পেশাজীবী নারী মূল সিদ্ধান্ত এ সংগঠিত ভাবে অংশগ্রহন করতে সক্ষম এবং তা সবার জন্য সুযোগ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমতা প্রদান করতে পারে। দেখুন **https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm**

[7] ***Executive summary: Delivered by Women, Led by Men*** **https://www.who.int/hrh/resources/en_exec-summ_delivered-by-women-led-by-men.pdf?ua=1**

সেবামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীর একটা বড় অংশ হচ্ছে গাত্র বর্ণ কালো (আফ্রিকান বংশোদ্ভুত), এশীয় অথবা সংখ্যালঘু আদিবাসী নারী। সেখানে এ সকল পেশাকে তেমন একটা মানসম্পন্ন পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

২০১৯ সালে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ নামের মহামারি ২০২০ সালে সারা বিশ্বে জড়িয়ে পড়ে। বৈশ্বিক এই মহামারি বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবল এক মন্দার সৃষ্টি করেছে যা বিদ্যমান সকল বৈষম্যের প্রতি জোরালো মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সকল বৈষম্যের মধ্যে নারীর শ্রমও অন্তর্ভুক্ত। এই মহামারী গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত নারী ও কিশোরীদের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে[৯]। এই মহামারী অত্যন্ত ছোঁয়াচে, এ কারণে স্কুল কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এর মত অত্যাবশ্যকীয় কর্মস্থল বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী ও শিশুদের বাড়তি যত্ন নারীদেরই নিতে হচ্ছে, জন্মগত ভাবে যা কেবল নারীদের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়ে থাকে। একই সাথে এই মহামারীতে পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তির সেবার দায়িত্বও নারীদের ক্ষেত্রে বর্তাচ্ছে। গৃহে সবাই যাতে সুস্থ্য থাকে সেটিও নারীকে দেখতে হয়। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে কিশোরীদেরও এখন আরও বেশী করে ঘরের কাজে যুক্ত হতে হচ্ছে। অবার অনেক মেয়েকে চিরদিনের মত পড়ালেখা বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে[১০]। এই ক্ষেত্রে অনেক কিশোরীর অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। স্কুল বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কর্মজীবী মা ও অন্যান্য নারীদের সব কাজ বাদ দিয়ে ঘরে বসে নিজ সন্তানের দেখাশোনা করতে হচ্ছে। ফলে তাদের সেই সকল কাজের দক্ষতা কমে যাচ্ছে যে কাজের জন্য এই সকল কর্মীদের বেতন দেওয়া হত। এই বিষয়টি বিশেষ করে সেই সকল নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে উন্নয়নশীল বিশ্বে ৯২ শতাংশ নারী এই ধরনের কাজে যুক্ত[১১]। বৈশ্বিক মহামারির প্রভাবে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় নারীদের জীবন যাত্রা আরও জটিল হয়েছে। মহামারীতে লকডাউন এ ঘরের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা, বাজারে যাওয়ার সুযোগ হারানো, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে নারী শ্রমিকের চাহিদা কমতে থাকা ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকার মত ঘটনা ঘটেছে। মন্দার কারণে চাকুরী হারিয়ে অনেক নারী বেকার হয়ে পড়েছে এবং অনেক নারী সামাজিক নিরাপত্তা বলয় থেকে বাদ পড়ে গেছে। জীবন ও জীবিকার উপর মহামারীর এ ধরনের প্রভাব নারীদের গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের চাপকে আরও জটিল করে ফেলেছে। মহামারীতে একদিকে যেমন ঘরোয়া সহিংসতা বেড়ে গেছে, তেমনি এই সময় নারী ও কিশোরীরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের এক প্রধান সমস্যা হচ্ছে সার্বজনীন, মানসম্পন্ন এবং জেন্ডার এর ভারসাম্য বজায় রাখে এমন নাগরিক পরিষেবার অনুপস্থিতি। একশনএইড পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায়[১২] দেখা গেছে যে সকল রাষ্ট্র ঋণ পরিশোধে বাজেটের ১২% এর বেশী অর্থ ব্যয় করে সে সব রাষ্ট্র প্রতিবার নাগরিক পরিষেবায় তাদের ব্যয় কমিয়ে আনে। ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে আভ্যন্তরীণ গড় ঋণ পরিশোধ এর পরিমাণ প্রায় ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, বাজেটে এর পরিমাণ ৬.৬% থেকে বেড়ে ১২.২% হয়েছে[১৩]। বিশেষ করে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর কঠোর নীতির কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়টি সেই সব সরকারি সেবার প্রতি গভীরভাবে প্রভাব ফেলে যে সব সেবা নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনতে সক্ষম। বাজেটে বরাদ্দ কমিয়ে আনার ফলে এ সব সেবা তখন আর সহজে মেলে না। ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার শুরুতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সেবামূলক খাতে ব্যায় করে। ঘাটতি বাজেট পুষিয়ে নেওয়া, ঋণ সঙ্কট মোকাবেলা, মুদ্রাস্ফীতির হার ধরে রাখার জন্য সেবামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকার আর্থিক বরাদ্দ নির্দিষ্ট করে দেয়, যার প্রভাব পড়ে নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের উপর[১৪]। এর ফলে অনেক সময় শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, সমাজ সেবা কর্মী সহ অন্যান্য সম্মুখসারীর জনসেবা কর্মীদের নিয়োগ কিংবা বেতন প্রদানে সরকার অসমর্থ হয়ে পড়ে, যে সব কর্মীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। আর এ ধরনের ঘটনা নাগরিক সেবাখাতকে সরাসরি বেসরকারিকরণের সাথে যুক্ত করে

---

[8] **https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/workforce-and-business/workforce-diversity/nhs-workforce/latest#byethnicity-and-type-of-role**

[9] **https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/covid-19-coronavirus-outbreak-crisis-polls-community-support-help-women-men**

[10] UN Secretary-General (2020) ***Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women***, New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWomen); United Nations Secretariat **https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-onwomen/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf**

[11] **https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711798.pdf**

[12] ***Who Cares for the Future: Finance Gender Responsive Public Services*** April 2020 **www.actionaid.org**

[13] ibid

[14] ibid

ফেলে। বাস্তবতা হচ্ছে বেসরকারিকরণ ও পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারীত্ব (পিপিপিএস) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এতে জনগণের তেমন একটা লাভ হয় না। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে প্রায়শ বেতন কমিয়ে আনা ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের মত ঘটনা ঘটে। ব্যয় কমিয়ে আনার অজুহাতে কর্মস্থল থেকে কর্মীদের বিদায় করে দেওয়া এই সকল প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিপিপি এর অধীনে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, এমনকি সেটাও জনগণকে অনেক বেশী অর্থ দিয়ে নিতে হয়। এতে প্রায়শ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকে, আর এ সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে[১৫]।

নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ নীতির (সিডো সনদ) সাথে তাল মিলিয়ে বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এর সদস্য রাষ্ট্রকে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মূল্যায়ন এর জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির বিকাশ ঘটানোর আহবান জানিয়েছে[১৬]। এই নির্দেশিকায় আরও রয়েছে লক্ষ্য ৫ (জেন্ডার সমতা) এর অধীনে ২০১৫ এ গৃহীত গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের এক বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। লক্ষ্য ৫.৪ এর অর্জনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। একই সাথে নাগরিক পরিষেবার অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষানীতি তৈরী করা দরকার। পাশাপাশি গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ যেন নারী পুরুষ এক সাথে মিলে করে সে বিষয়টির প্রচার প্রয়োজন। এসডিজি ৫.৪, এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের বিষয়টিকে সরাসরি উল্লেখ করতে হবে। শিক্ষা, দারিদ্র এবং শোভন কাজের মত অন্য সকল এসডিজির ক্ষেত্রে নারীর সেবা কর্মে চাপের বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে। এটি নারীদের এ রকম যে কোন উদ্যোগের সম্ভব্য সুবিধা লাভ এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে এক প্রধান অন্তরায়। বিগত সাত বছর একশন এইড তার অংশীদারদের সাথে মিলে গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, প্রোমোটিং অপারচুনিটি ফর ওমেনস এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড রাইটস (পাওয়ার প্রকল্প[১৭]) এবং ইয়ং আরবান ওমেনঃ লাইফ চয়েস এন্ড লাইভলহুড প্রকল্প[১৮]। এই সকল কার্যক্রম থেকে আমরা শিখেছি একজন নারীর মজুরী ও মজুরী বিহীন শ্রম, যৌন সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার এর মত বিষয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক 'সংযুক্ত নীতি' সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের এই সকল নির্দেশক নীতিমালা এবং এর নূন্যতম আদর্শ আমাদের এই সকল নিজস্ব বিভাগ এর কাজ ও চিন্তার ফসল। কোভিড ১৯ মহামারী মোকাবেলা ও এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার এক প্রচেষ্টা এবং বৃহৎ এক অর্থনৈতিক নীতিমালার অংশ হিসেবে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা রাষ্ট্রসমূহের জন্য ছয়টি নীতি তৈরি করেছিলাম যাতে উন্নয়ন নীতিমালা হিসেবে এগুলোকে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের নারীদের মাঝে এক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই সকল নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সেগুলোর সাথে নূন্যতম আদর্শিক মান যুক্ত করা হয়েছে।

গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা

১. গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর স্বীকৃতি, হ্রাস এবং পুনর্বণ্টন
২. সার্বজনীন ও জেন্ডার সংবেদসশীল নাগরিক পরিষেবায় সর্বোচ্চ সরকারি অর্থায়ন
৩. শোভন কাজসহ নারীর জন্য সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নায্যতা নিশ্চিত করা
৪. সমাজভেদে নারী ও কিশোরীদের উপর গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর প্রভাবসমূহ ভিন্নতা চিহ্নিত করা
৫. সেবা কর্মের জন্য জীবনচক্র পদ্ধতির প্রয়োগ
৬. এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন যেন অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিতামূলক হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা

---

[15] ActionAid (2019) ***Position Paper on Privatisation and PPPs***

[16] UN General Assembly (United Nations General Assembly). 1995. ***Beijing Declaration and Platform for Action Adopted at the Fourth World Conference on Women***, 27 October 1995. A/CONF.177/20 and A/CONF.177/20/ Add.1.

[17] দ্য পাওয়ার প্রজেক্ট গ্রামের নারীদের গতিশীল এবং সংগঠিত করেছে যেন কৃষক এবং গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে যেন তারা সচেতন হতে পারে এবং নিজেদের দাবী আদায় করতে পারে। এক সমন্বিত পদ্ধতি হিসেবে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ, কৃষির পরিবেশ এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে যুক্ত করে এটি অর্জন করা যাবে। দেখুন http://powerproject.actionaid.org/

[18] "ইয়াং আরবান ওমেনঃ লাইফ চয়েজ এন্ড লাইভলহুড" (ওয়াইইউডাব্লিউপি) হচ্ছে কয়েকটি রাষ্ট্রের এক সমন্বিত কর্মসুচি যা অনানুষ্ঠানিক বসতি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, শারিরীক শুদ্ধতা এবং গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর ক্ষেত্রে তরুণীদের নিয়ে কাজ করে থাকে।

নীতি ১ঃ গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি, হ্রাস ও পুনর্বণ্টন[১৯]

স্বীকৃতি: গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে কাজ হিসেবে মূল্যায়ন, সামাজিক সেবা এবং অর্থনীতিতে এর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান। এ কারণে এই স্বীকৃতির প্রয়োজন যে, এর ফলে "কাজ" ও "উৎপাদন" এর মত বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হবে। এর ফলে রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে যে সমাজের কার্যকারিতা ও মঙ্গলের জন্য গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের অর্থনৈতিক মূল্য না থাকলেও এর সামাজিক মূল্য রয়েছে।

হ্রাস: হ্রাস অর্থ হল নারীদের উপর মজুরী বিহীন গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের সামগ্রিক চাপ কমিয়ে আনা। সাথে পরিবারে নারীরা যে দুর্দশার মাঝে বেঁচে থাকা তার পরিমাণ কমিয়ে আনাও এর লক্ষ্য। কায়িক শ্রম কমিয়ে আনে এমন প্রযুক্তির সরবরাহ এবং ভিন্ন উপায়ে এই সকল সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

পুনর্বণ্টন: পুনর্বণ্টন এর প্রয়োজন তখন হয় যখন গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের সামগ্রিক স্তর একই রকম থাকে। পরিবার ও রাষ্ট্রে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করার জন্য গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের পুনবণ্টন এর প্রয়োজন রয়েছে। সেই সকল পরিবারের সদস্যদের মাঝে কাজের সুষ্ঠ পুনর্বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ, যে সমস্ত পরিবার গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত। কারণ এই সকল পরিবারে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর যে চাপ তৈরী হয় সেটি বড় আকারের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জে এ আলোচনা করা হয় না।

অবকাঠামোগত ও টেকসই পুনর্বণ্টন এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে সার্বজনীন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ও স্যানিটেশনসহ গুণগত মান সম্পন্ন জেন্ডার সংবেদনশীল নাগরিক পরিষেবা প্রণয়ন।

প্রতিনিধিত্ব: প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে এর গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ বিষয়। গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ ও সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এর সাথে সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ নারী ও কিশোরীদেও দাবী ও কার্যকরী অংশগ্রহণ রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

সামগ্রিক ভাবে এ সকল নীতিমালা প্রয়োগে রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত মানদন্ডসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

১. গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের যথাযথ পরিমাপ ও মূল্যায়ন। নিয়মিত ভাবে ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য, লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক অক্ষমতা, স্থান এবং কর্মকাণ্ডের ধরন বিশ্লেষণ করা। গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি (এসডিজি৫.৪) পর্যবেক্ষণ এর জন্য এই সকল ডাটার ব্যবহার করা। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজের সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল নাগরিক পরিষেবা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় বাজেটের বড় অংশ বরাদ্দের জন্য রাষ্ট্রের এ সব তথ্য ব্যবহার করা।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, জ্বালানী, পানি ও স্যানিটেশন, পরিবহন এবং সেবামুলক পরিষেবার (বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, এবং শৈশব পার করেনি এমন শিশু যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) ক্ষেত্রে সার্বজনীন মান এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা[২০]। গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের পুনর্বণ্টন এর উদ্দেশ্যে এ সকল সেবা সহজলভ্য, সাশ্রয়ী, অভিগমনমূলক ও গ্রহণযোগ্য করা। এছাড়াও রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিদ্যমান সমাজ সেবা বিধানের আওতায় আইন, নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে এগুলো সেবামূলক কাজে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাত এর স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে।

নীতি ২ঃ সার্বজনীন ও জেন্ডার সংবেদসশীল নাগরিক পরিষেবায় সর্বোচ্চ সরকারি অর্থায়ন:

গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর সমতা ভিত্তিক পুনর্বণ্টনের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা। সার্বজনীন, মানসম্পন্ন সমতা ভিত্তিক নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রথম ধাপ হচ্ছে এতে সবসময় স্বল্প পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা যার প্রথম কারণ হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত কঠোর নীতি। জেন্ডার বৈষম্যের প্রতি সাড়া প্রদান করে এমন মান সম্পন্ন গণ পরিষেবার ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের সবচেয়ে

[19] Elson, Diane (2017). ***Recognize, Reduce, and Redistribute Unpaid Care Work: How to Close the Gender Gap.*** New Labour Forum. Vol 26 (2), p. 52-61. City University of New York.

[20] **https://actionaid.org/sites/default/files/grps_2018_online.pdf**

বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য, এবং গণতান্ত্রিক মাধ্যম হচ্ছে কর সংগ্রহ। নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় এখনো জিডিপিতে রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত কর এর অবদান ১৭% শতাংশের নীচে। বেশ কিছু হিসেব অনুসারে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এই সকল রাষ্ট্রকে কর সংগ্রহের এর লক্ষ্যমাত্রা ২০% নির্ধারণ করতে হবে[২১]। তবে কীভাবে এই কর সংগ্রহ করা হবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাড়তি করের বোঝা সেই সকল নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করবে যারা তা প্রদানে অসমর্থ, যেমন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও অন্যান্য পরোক্ষ কর। এই সকল করের জেন্ডার ভিত্তিক প্রভাব রয়েছে, যা তুলনামূলক ভাবে নারীদের ক্ষেত্রে বেশী প্রভাব ফেলে। কারণ দারিদ্রের মাঝ বাস করা নাগরিকদের বেশীর ভাগ হচ্ছে নারী। এর বদলে সরকারকে উদারনৈতিক ভাবে কর সংগ্রহ করতে হবে। আর তা করতে হবে সরাসরি ভাবে, যেমন ধনী ব্যক্তি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের (যেমন আয়, সম্পত্তি এবং সম্পদের) ক্ষেত্রে কর ধার্য করে। পাশাপাশি সরকারকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদান করা বিভিন্ন প্রণোদনা বন্ধ করতে হবে। আয় কমার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রণোদনা ও ট্যাক্স হলিডের মত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বহুজাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও ধনী ব্যক্তির কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রোধ করা দরকার। পাশাপাশি অন্যান্য অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

এই নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত করতে নির্দেশক/মানদন্ড নিশ্চিত হবে:

১. জাতিসংঘের নির্দেশক নীতিমালা অনুসারে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির জেন্ডার ভিত্তিক মানবাধিকার এর প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সংস্কার ও পরিবর্তিত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে[২২]। অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা পুনরায় এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে স্বীকৃতি, হ্রাস এবং পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের বোঝা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। নারীপুরুষ বৈষম্যে ন্যায় সাধন করে এমন অগ্রগামী কর ব্যবস্থাপনা, মান সম্পন্ন জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা, সার্বজনীন শ্রম অধিকার এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত নারীসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. জেন্ডার সংবেদনশীল নাগরিক পরিষেবা ও সেবামূলক অবকাঠামোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা। বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ও বিবেচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে[২৩]।

৩. জটিল কঠোর নীতি, বেসকারীকরণ এবং অন্যান্য পরিমাপ রাষ্ট্রকে সেই সকল নাগরিক পরিষেবায় ব্যয় বাড়াতে বাঁধা দেয়, সরকার যে সকল সেবা নাগরিকদের প্রদানে বাধ্য। এ সব পরিমাপ এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের চক্রাকার (কাউন্টার সাইক্লিক) পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যা সামাজিক অবকাঠামোয় সরকারি ব্যায় ও বিনিয়োগ এর মাধ্যমে নাগরিক অধিকার এর সাথে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

নীতিমালা ৩ঃ নারীসকল শ্রমিকের জন্য শোভন কাজসহ সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নায্যতা নিশ্চিত করা:

নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে সকল নীতি এবং কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো যেন অবশ্যই গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে। পাশাপাশি ভূমি, নিজের জন্য সময় বের করা, সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বাধীনতার মত বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে[২৪]। সেই সাথে উৎপাদনশীল ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নারীর অধিকার থাকতে হবে। নারীকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে এবং নিজেদের পছন্দের জীবন বেছে নিতে পারে। বেতনভুক্ত কাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শোভন কাজ তাদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে। সেই সাথে খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা জীবন ধারণ উপযোগী বেতন পাচ্ছে এবং চাকুরীতে তাদের নিরাপত্তা বজায় রয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক জাতিসংঘের হাইলেভেল পলিটিক্যাল প্যানেল[২৫] রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষ পরামর্শ প্রদান করেছে। এই পরামর্শ অনুযায়ী কর আদায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গ্রহণ করা কঠোর পদক্ষেপ, বাণিজ্যিক বা শ্রমবাজার নীতির মত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি যেন নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের আনন্দে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খারাপ কোন প্রভাব তৈরি না করে।

---

[21] ibid

[22] **https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/DebtAndimpactassessments.aspx** 23

[23] **https://actionaid.org/sites/default/files/grps_2018_online.pdf**

[24] Policy Brief: Africa. Supra note 23.

[25] **https://hlp-wee.unwomen.org/en**

এই নীতিমালাকে পরিপূর্ণ ভাবে অর্জন করার জন্য রাষ্ট্রেকে নিম্নলিখিত মানদন্ড প্রয়োগ করতে হবেঃ

১. স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মত প্রাতিষ্ঠানিক এবং গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মত অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত সকল নারী কর্মীর জন্য শোভন পেশা ও শ্রম এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সকল পেশায় সামাজিক ও আয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. আইএলও এর ১৯০ ধারার অনুমোদন ও প্রয়োগ এর মাধ্যমে কর্মস্থলে সহিংসতা ও হয়রানীর মোকাবেলা করতে হবে[২৬]।

নীতি ৪ঃ সমাজভেদে নারী ও কিশোরীদের উপর গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর প্রভাবসমূহ ভিন্নতা চিহ্নিত করাঃ

বিভিন্ন দলের নারী ও কিশোরী বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজ করে থাকে। তাদের এই সকল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যখন গৃহস্থালীর সেবামূলক সকল কাজ কেবল নারীর কাজ, তখন আয়ের মর্যাদা, ভৌগোলিক অবস্থান, বয়স, অভিবাসী মর্যাদা, প্রতিবন্ধী, যৌনতার দৃষ্টিভঙ্গি, জেন্ডার এর পরিচয় ও প্রকাশ, শ্রেণী, বর্ণ, জাতি ও জাতিগত এবং জাতীয়তার মত বহুবিধ বিভেদ ও বৈষম্য এই ধরনের কাজের চাপকে বাড়িয়ে তোলে[২৭]।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাও সেবামূলক কাজের চাপকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গ্রামে এখন আগের চেয়ে বেশী খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় এর মত প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে। ফলে সেখানে বাস করা সকল নারীদের কাজ ও পরিশ্রম দুটোই বেড়ে গেছে, কারণ গ্রামের মেয়েদের খাবার রান্না করা ও কৃষিকাজে অংশ নেওয়ার সাথে সাথে দূর থেকে খাবার পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে হয়।

এই নীতিমালার সার্বিক প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত দুটি মানদন্ডের প্রয়োজন

১. নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই সকল সম্প্রদায়ের কাছে গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজের ভারসাম্যহীনতার প্রভাব তুলে ধরতে হবে যারা এর বাইরে রয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, এতে অর্থ প্রদান, এর প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ এ সকল ক্ষেত্রকে যুক্ত করতে হবে। আর এই বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী, গ্রামীণ নারী, কিশোরী, বয়স্ক নাগরিক, শহুরে নারী, সমকামী সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের চাহিদা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে এই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে যে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন দলকে এতে যুক্ত করা হয়েছে।
২. পরিবেশ সংক্রান্ত সকল লক্ষ্য এবং নীতিতে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ এর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নারীর শ্রমকে স্বীকৃতি দেয় এমন সেবা অবকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. সেবা প্রদানের নিয়ম ও ধরন যেন বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে না তোলে সেটি নিশ্চিত করার সাথে খেয়াল রাখতে হবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এর সকল আইন যেন বিভিন্ন দলের নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের ক্ষেত্রে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

নীতি ৫ঃ সেবা কর্মে জীবনচক্র পন্থা প্রয়োগ করা

গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে কিশোর ও কিশোরীর সময় প্রদানে বিশাল এক পার্থক্য থাকে। যে পার্থক্য জীবনের শুরু থেকেই বাড়তে থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরো বেশী হতে থাকে। রাষ্ট্রকে এই পার্থক্যের বিষয়টি স্বীকার করে নিতে হবে। ৫ থেকে ১৫ বছরের মেয়েরা সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী ঘরের কাজ করে থাকে। যা তাদের খেলা, স্কুলে যাওয়া এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব তৈরি করে[২৮]। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নারীরা তেমন একটা শোভন কাজ পায় না এবং তারা খুব কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে একদিকে যেমন তারা টাকা জমাতে পারে না তেমন অন্যদিকে অবসর জীবনের জন্য কোন সামাজিক

---

[26] আইএলও সনদ ১৯০ বিশ্বের সকল নাগরিকের সহিংস এবং হয়রানী মুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করে।

[27] UN Human Rights Council (July 2016) Report of the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, A/HRC/33/4.

[28] Plan International UK (2017) Real Choices, Real Lives: Girls' Burden of Unpaid Care.
Available at: https://plan-uk.org/file/real-choices-real-lives-unpaid-care-reportpdf/download?token=UsHgz7YA 29 OECD

বীমা নিতে পারে না। ফলে সারা জীবন তাদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এই সকল বাস্তবতা তাদের আজীবন অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত করে রাখে। বয়স্ক নারীদের সবসময় পরিবার ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে সেবা প্রদান করতে হয়। পরিবারের কোন তরুণী যদি বেতনভুক্ত কাজে ঘরের বাইরে যায় তখন ওই পরিবারের বয়স্কা নারীকে সেই তরুণীর কাজের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়।

এই সকল নীতিমালার প্রয়োগ এর জন্য রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত মানদন্ড নিশ্চিত করতে হবে।

১. এই বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া যে জীবনে[২৯] সেবা কাজের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে যা কেবল নারী ও কিশোরীদের সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত করে। ফলে জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, একই সাথে নীতি তৈরির ক্ষেত্রে এটি দায়ী থাকে।
২. নারীর জন্য সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। যেমন পেনশন, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বেতন সহ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, সামাজিক সহায়তা এবং জীবনের সকল পর্যায়ে আয় সহ অন্য নানান প্রকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

নীতি৬: এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন যেন অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিতামূলক হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা

বিভিন্ন সমাজের নারী ও কিশোরীদেও সাথে তাদের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার এর বিষয়টি যাতে সমাকে প্রতিফলিত হয় তার জন্য বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে এ সংক্রান্ত নীতিমালার বিকাশ ঘটাতে হবে। এছাড়াও রাষ্ট্রকে এগুলোর কার্যকারিতাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে[৩০]। সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্তের জন্য জরীপ চালাতে হবে (সার্ভে ডাটা) (১ নং নীতি দেখুন)। জেন্ডার নির্দেশক ফলাফল এর পরিমাপের মাধ্যমে এগুলো যাতে জেন্ডার সমতায় প্রভাব রাখতে পারে সেটির দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। যেমন, খাবার বা সুপেয় পানি সংক্রান্ত অবকাঠামো তৈরি; এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নির্দেশনা হচ্ছে ঘর থেকে যেন ১৫ মিনিট দূরত্বে খাবার পানি পাওয়া যায়[৩১]। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, সাথে খেয়াল রাখতে হবে এটি যেন স্বচ্ছ হয় এবং নাগরিকেরা যেন সহজে এ সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে।

এই নীতির সার্বিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত মানদন্ড আনুসরন করা প্রয়োজন

১ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি এবং কর্মসূচির প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর ক্ষেত্রে নারীদের (নারী কর্মী ও সংগঠন) কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমন এক নীতিমালা তৈরি করা যা সত্যিকার অর্থে জেন্ডার ভিত্তিক সমতার মত বিষয়ের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে নিশ্চিত করে।
২ যে সমস্ত নিয়ম, মনোভাব ও আচরণ প্রচলিত ক্ষতিকর ধারনা ছড়িয়ে দিতে এবং জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে শক্তিশালী করতে থাকে সেগুলোকে কার্যকর ভাবে চ্যালেঞ্জ করে এমন কাঠামোগত নীতি পরিবর্তন করে এর কার্যকর প্রয়োগ করা।
৩ বড় আকারে এমন সামাজিক নীতির বিকাশ ঘটানো যা সবখানে সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায় বিচারকে তুলে ধরে। এর জন্য এমন এক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি দরকার যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতি মনোযোগ প্রদান ও এই খাতে শক্তিশালী ভাবে যুক্ত হওয়া নারী আন্দোলন, শ্রমিক ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন এর সাথে সমন্বয় সাধন করে।

কৃতজ্ঞতা

দি মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড এন্ড গাইডেন্স অন আনপেইড কেয়ার এন্ড ডোমেস্টিক ওয়ার্ক এর লেখিকা ও সংকলক নেহা কাগাল, আর এর চূড়ান্ত সম্পাদনায় ছিলেন ওয়ানগারি কিনোতি।

প্রতিবেদন এর মূল গবেষণাটি শ্রেষ্ঠা দাসের অধীনে করা হয়েছিল। একশন এইডের সহকর্মী বৈশালী চ্যাটার্জি, শামীম দস্তগীর এবং ক্রিস্টিনা কাওয়াংওয়ারি এতে সহযোগীতা করেন।

[29] (2019) Measuring Women's Economic Empowerment: Time Use Data and Gender Equality.

[30] IFAD (2007) Gender and water- Securing water for improved rural livelihoods: The multiple-uses system approach.

[31] Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (11 August 2015) '***List of Indicator Proposals***'. Available at: **https://unstats.un.org/sdgs/files/List%20of%20Indicator%20Proposals%2011-8-2015.pdf**

এই খসড়ার বিষয়ে সাহায্য, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রদান করেছে ড. আমানেই আসফোর, মিশরীয় মহিলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি/ জেন্ডার ইজ মাই এজেন্ডা ক্যাম্পেইন নেটওয়ার্ক; ওয়াইল্ড লাইফ ঘানার লুইস আদোমোয়াহ-আদ্দো; জিম্যাক (জিআইএমএসি) এর সভাপতি সুসান আরিয়েতে; জাগোরির জ্যৈষ্ঠ পরামর্শদাতা এবং সাউথ এশিয়ান ওমেন ফান্ড ইন্ডিয়ার সুনীতা ধর; পাবলিক সার্ভিস ইন্টান্যাশনাল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সেক্রেটারি কেট লাপ্পিন; নিজেরা করি এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং ও সাঙ্গাত এর এক্সিকিউটিভ মেম্বার খুশী কবীর; আবান্তু ফর ডেভলাপমেন্ট, ঘানা এর ডিরেক্টর ড. রোজ মেনসাহ-কুটিন; জেন্ডার জাস্টিস এবং হিউম্যান রাইটস লিড, অক্সফাম প্যান প্যাসিফিক এর লিয়াহ মুঘেরা; ইনিসিয়েটিভ ফর হোয়াট ওইয়ার্ক টু এ্যাডভানস ওমেন এন্ড গার্লস ইন ইউকোনমির প্রধান অর্থনীতিবীদ ড. সোনা মিত্র; বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার ড. শুভলক্ষী নন্দী; ওমেন্স ইকোনমিক এমপাওয়ার এন্ড কেয়ার (উই-কেয়ার) এর গ্লোবাল প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজার আম্বার পার্কস, এবং একশন এইডের সাউথ এশিয়া এ্যাডভোকেসি কোর্ডিনেটর মো: হেলাল উদ্দিন।

২৯ এপ্রিল ২০২০ এ আমাদের ওয়েবিনিয়ার এর অংশগ্রহণকারীরাও ধন্যবাদ এর যোগ্য, এই তালিকায় রয়েছেন, এশিয়া ফুড সিকিউরিটি নেট ওয়ার্ক (এএফএসএন); এশিয়ান ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশন। বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ; রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশ; জেন্ডার ইজ মাই এজেন্ডা ক্যাম্পেইন নেটওয়ার্ক, ইনিসিয়েটিভ ফর হোয়াট ওয়ার্কস টু এ্যাডভান্স ওমেন এন্ড গার্লস ইন দা ইকোনমি, ইন্ডিয়া; ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কাস ফেডারেশন; মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন; নিজেরা করি এবং মেম্বার অফ দা স্টিয়ারিং কমিটি ফর রিকাগনিশন অফ ইউসিডাব্লিউ এন্ড প্রোমটিং সিআরএসএ, বাংলাদেশ; ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন; পাবলিক সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল; দি এশিয়া ফাউন্ডেশন; পিডিএপি বাংলাদেশ; সাউথ এশিয়া ওমেন ফান্ড; উইলডাফ ঘানা; অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল; ওয়ার্ল্ড ফিশ এন্ড ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

এছাড়াও ৬ জুন ২০২০ এ ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা যারা এই মানদন্ডের বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, তারা হলেন একশন এইড এর গ্লোবাল সেক্রেটেরিয়াট অফিস এর অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, যার মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, ব্যাংকক, বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, গাম্বিয়া, ঘানা, গ্রীস, ভারত, ইতালি, কেনিয়া, লাইবেরিয়া, মালাউয়ি, মিয়ানমার, নেপাল, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা ও যুক্তরাজ্য।

ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালিত হয় যা প্রোমোটিং অপারচুনিটি ফর ওমেন এন্ড রাইটস ইনিসিয়েটিভ এর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। একই সাথে বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস এর ইয়াং আরবান ওমেন প্রজেক্ট এই গবেষণায় সাহায্য করেছে।